পানিহাটি পরিক্রমা

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

তালা শিল্পের সংগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে সুখচরের চিনি তৈরীর শিল্প । একসময় সুখচর ছিল পূর্বভারতের অন্যতম বৃহৎ চিনি উৎপাদন কেন্দ্র । আজও বারানসীর ঘাটে সুখচরের চিনি নামে সেই ধরণের চিনি তৈরী হয় । মূলত: আখের রস জ্বাল দিয়ে এই চিনি তৈরী হতো । তাই একে লাল চিনিও বলা হতো । সুখচরের নামকরণের যথার্থতা অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেকেই বলছেন চিনি তৈরীর কেন্দ্র ছিল বলেই একে সুখচর বলা হতে থাকে সুখচরের চিনি শিল্প প্রসঙ্গেও প্রবীণদের স্মৃতিকে নির্ভর করেই এগোতে হয়েছে । এদের মধ্যে শ্যামব্রহ্ম শেঠ চিনি তৈরীর বিষয়ে কিছু তথ্য জানিয়েছেন । তাঁর মতে, পুকুরের তলার এক ধরণের বিশেষ ঘাস আখের রস জ্বাল দেওয়ার সময় মিশিয়ে দেওয়া হতো । বিশাল মাপের লোহার কড়াইতে আখের রস জ্বাল দেওয়া হতো । মূলত: তারই পূর্বপুরুষ রাম শেঠ আনুমানিক চারশ বছর আগে সুখচরের গঙ্গার ধারে চিনি তৈরীর কারখানা তৈরী করেন । পরবর্তীকালে তাঁর বংশধর বনমালী শেঠ, কেদার শেঠ ও কালী শেঠ একাদিক্রমে চিনি তৈরীর ব্যবসা করে এসেছেন । চিনি উৎপাদনের মধ্য দিয়ে শেঠ পরিবার প্রভূত আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয় । গ্রামের জমিদার শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বংশধরদের কাছ থেকে গ্রামের বিভিন্ন স্থানে এরা প্রচুর জমি ক্রয় করেন । ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর এদের বাগানবাড়ীও ছিল । এছাড়া গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে এদের বসতবাড়ীও ছিল একাধিক । এদের জ্ঞাতি পরিবারগুলিও চিনি তৈরীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন । চিনি তৈরীর পাশাপাশি শেঠেরা চালও তৈরী করতেন । বর্তমানে সুখচর বাজার ঘাটের কাছে শেঠদের একটি বাড়ীতে এ ধরণের একটি ধানকলও ছিল। চিনি তৈরী হতো চারটি কারখানাতে । তবে তিঁয়রপাড়া মাঠের কাছে এদের একটি বাড়ীতে এখনও চিনি জ্বাল দেবার সারিবদ্ধ উনুনের নির্দশন ও বিশাল কড়াই অতীতের স্মৃতি বহন করে চলেছে । মূলত: ১৯৩৩ সালে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে কালী শেঠ প্রয়াত হন । তার নাবালক পুত্রদের পক্ষে ব্যবসা পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ে । এদিকে বাজারে রাসায়নিক চিনির প্রচলন হতে থাকায় দেশী চিনির ব্যবসাও সংকটে পড়ে । শেঠ পরিবার ছাড়াও ডা: নীলমনি চ্যাটার্জ্জী, সাঁতরা পরিবার, নাগ পরিবারসহ গ্রামের বেশ কয়েকটি বাড়ীতে দেশী চিনি তৈরী হতো । এখনও সুখচরের কালীতলার মঙ্গল গুঁই-এর মিষ্টির দোকানে বছরের বিভিন্ন সময়ে এই লাল চিনি তৈরী হয় ।

আধুনিকীকরণের সংগে সংগে পানিহাটি পৌরাঞ্চল থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেল আরেকটি ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প । আগড়পাড়ার নামকরণ বিতর্কে যে অঘোর সম্প্রদায়ের